বাংলার উৎসব -

(সিডি৫০এনডি৬)

বাংলাদেশ হল উৎসবের দেশ। এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। উৎসবের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের একাকিত্ব দূর করে অপর মানুষের সংস্পর্শে আসে। পরস্পর একাত্ম হবার সুযোগ পায়। উৎসবের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালির ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন থেকেই বাঙালি ঋতু উৎসবে মেতে ওঠে। পয়লা বৈশাখ আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন। সবার সঙ্গে সদ্ভাব বিনিময় হয়। আজকাল অনেক SMS হয়। এইদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো 'হালখাতা' বা হিসাবের নতুন খাতা শুরু করে গণেশ, লক্ষ্মীর পূজা করে।

বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল উৎসব ও মনসা পুজো হয়। এরপর শারদোৎসব, বাঙালির সবথেকে বড় পুজো দুর্গাপুজো এই সময় অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এক এক করে লক্ষ্মীপুজো, কালিপুজো লেগেই থাকে। নবান্ন উৎসব হয় হেমন্ত ঋতুতে, পাকা ধানে কৃষকের গোলা ভরে ওঠে। শীতে পৌষ পার্বণ উৎসব। তখন সবার ঘরে ঘরে পিঠে-পায়েস হয়। বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠ উৎসব দোল বা হোলি। বড় থেকে ছোট সবাই আবির নিয়ে মেতে ওঠে। চৈত্র মাসে থাকে গাজন উৎসব।

এছাড়াও আছে ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস আর আছে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, গান্ধীজীর জন্ম দিবস পালন। এখানে ধর্মীয় উৎসব বিচিত্র। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পুজো, কালিপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো, রথযাত্রা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। মুসলমানদের উৎসবের মধ্যে ঈদ্, মহরম, বকরিদ, শবেবরাত প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। খ্রিস্টানদের সবথেকে বড় উৎসব 'বড়দিন' আর ইস্টার। এছাড়া বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা, জৈনদের পরেশনাথ পালন করা হয়।

পারিবারিক উৎসব হল জন্মদিন পালন, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি। বহু মানুষের উপস্থিতির ফলে এই দিনগুলো মিলনোৎসবে পরিণত হয়। তাই উৎসবের দিনগুলো ধনীদরিদ্র, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মিলনের, প্রীতি বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদান হয়।

উৎসব হল আনন্দের উৎস ধারা। উৎসবে সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়। এইভাবে পারস্পরিক আনন্দ ও সমবেদনা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাঙালি তার সমাজ জীবনে বেঁচে থাকে।

© arked infotech 2014